সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৪২
WEEKLY BOOKLET: 342

সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রজভিয়্যার আত্তারিয়্যার ১০ম পীর ও মুর্শিদের আলোচনা নামকরণ

ফয়যানে সাররী সাকাতী رحمۃ اللہ علیہ

আমি তোমার জন্য মদ্যপায়ীর অন্তর ধৌত করে দিলাম ০২
জন্ম ও পরিচয় ০৩
৩০ বছর যাবত নফসের বিরোধিতা ১৩
মুরীদ ও উত্তরসূরিকে উপদেশ ২৬

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ফয়যানে সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি! **"ফয়যানে সাররী সাকাতী"** পুস্তিকাটি পরে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার আউলিয়াদের গোলামী এবং দা'ওয়াতে ইসলামীতে স্থায়ীত্ব দান করে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ الله এর জীবনি অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।
اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই ব্যক্তির জন্য ওয়াইল অর্থাৎ ধ্বংস, যার কিয়ামতের দিন আমার যিয়ারত নসীব হবে না। হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে কে, যার আপনার যিয়ারত নসীব হবে না? ইরশাদ করলেন: সে হলো কৃপণ ব্যক্তি। আরয করলেন: কৃপণ কে? ইরশাদ করলেন: কৃপণ হলো সেই, যার সামনে আমার নাম নেয়া হলো আর সে আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো না। **(আফদ্বালুস সালাতু আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হাশর কি তেরগি, সিয়াহি মে নূর হে, শাময়ে পুর যিয়া হে দুরূদ
ছোড়িয়োঁ মত দুরূদ কো, কাফি! রাহে জান্নাত কা রাহনুমা হে দুরূদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি তোমার জন্য মদ্যপায়ীর অন্তর ধৌত করে দিলাম

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার একজন মহান বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন হলো, যে মাতাল অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলো এবং তার মুখ থেকে মদ বের হচ্ছিলো আর এই অবস্থায়ও তার মুখ থেকে আল্লাহ আল্লাহ ধ্বনি বের হচ্ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! এই ব্যক্তি এমন অবস্থায় তোমার যিকির করছে, যা তোমার মাহাত্ম্যের উপযোগী নয়, অতঃপর তিনি পানি আনালেন এবং তার মুখ ধুয়ে চলে গেলেন। লোকটির যখন হুঁশ ফিরে এলো, তখন লোকেরা তাকে বললো: যুগের প্রসিদ্ধ অলি হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এসেছিলেন। তোমাকে এই অবস্থায় দেখে তোমার মুখ ধুয়ে চলে গেলেন। সে খুবই লজ্জিত হলো এবং নিজের নফসকে তিরস্কার করে বললো: হে নফস! তোর ধ্বংস হোক, তুই যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর অলিদেরও লজ্জা না করিস, তবে কাকে করবি? অতঃপর সে লজ্জিত হয়ে তার গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো। হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাতে যখন ঘুমালেন তখন স্বপ্নে কারো আওয়াজ শুনলেন: হে সাররী! তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য ঐ মদ্যপায়ীর মুখ ধৌত করেছো, তো আমি তোমার জন্য তার অন্তর ধৌত করে দিলাম। হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সকালে যখন উঠলেন, তখন সেই লোকটির খোঁজ নিলেন এবং অবশেষে তাকে একটি মসজিদে নামাযরত

www.dawateislami.net

অবস্থায় পেলেন। যখন তার নামায শেষ হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার ভাই! কেমন আছেন? সে আরয করলো: ইয়া সায়্যিদি (অর্থাৎ হে আমার সর্দার)! আপনি আমার অবস্থা কেনো জিজ্ঞাসা করছেন? অথচ সেই পরম দয়ালু আল্লাহ পাক আপনাকে অবহিত করে দিয়েছেন যে, তিনি আপনার কারণে আমার অন্তর ধৌত করে দিয়েছেন এবং আমার অবস্থা সুধরে দিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে কে বললো? উত্তর দিলো: যিনি অন্যকে দিয়ে আমার অন্তর পবিত্র করেছেন এবং আমার উপর আপন ক্ষমা ও অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টির বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।

(আর রাওদ্বুল ফায়িক: ২৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখি নিগাহে অলিমে ওহ তাসির দেখি

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জন্ম ও পরিচয়

হে আশিকানে আউলিয়া! মদ্যপায়ীর জীবন পরিবর্তনকারী বুযুর্গ, সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার দশম পীর ও মুর্শিদ হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন। একটি মতানুসারে তিনি ১৫৫ হিজরীতে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মুবারক নাম সাররী, যার অর্থ হলো যুবক পুরুষ (অর্থাৎ সাহসী) এবং তাঁর উপনাম হলো আবুল হাসান। তিনি শুরুতে "সাকাত (অর্থাৎ নগন্য এবং ছোটখাট জিনিস)" বিক্রি করতেন। এ কারণেই তাঁকে "সাকাতী" বলা হয়। তিনি হযরত

www.dawateislami.net

মা'রূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মামা ও উস্তাদ। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬)**

জীবন ধারায় পরিবর্তনের কারণ

হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুরুতে বাগদাদ শরীফের বাজারে একটি দোকানে বসে "সাকাত বিক্রেতা" (অর্থাৎ খুচরা বিক্রেতার) কাজ করতেন, একদিন খাজা হাবীব রায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর দোকানে এলেন, তিনি তাঁর সামনে কিছু জিনিস উপস্থাপন করলেন যে, গরীব দুঃস্থদের মাঝে বন্টন করে দিন, তিনি বললেন: خَيْرَاكَ اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে নেকীর তৌফিক দান করুক, ব্যস সেদিন থেকেই দুনিয়া তাঁর অন্তর শীতল হয়ে গেলো। (অর্থাৎ অন্তর থেকে দুনিয়ার চিন্তাভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গেলো)।

(শরীফুত তাওয়ারীখ, ১/৪৯৯)

শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ায় বরকতময় আলোচনা

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর প্রত্যেক মুরীদ ও তালিবকে যেই শাজারা শরীফ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাতে হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওসীলায় দোয়া করা হয়েছে:

বাহরে মা'রূফ ও সাররী মা'রূফ দেয় বে-খুদ সাররী

শব্দ এবং অর্থ: বাহরে- ওসীলা। মা'রূফ- কল্যাণ। বে-খুদ সাররী: নম্রতা, আনুগত্য।

(এই পংক্তিতে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার নবম ও দশম পীর ও মুর্শিদ (অর্থাৎ হযরত মা'রূফ কারখী ও হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا) এর ওসীলায় দোয়া করা হয়েছে।)

www.dawateislami.net

দোয়ার পংক্তির সারমর্ম

হে আল্লাহ পাক! আমাকে হযরত মা'রূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওসীলায় নেকী ও কল্যাণ দান করো এবং হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওসীলায় আমাকে বিনয় ও একনিষ্টতার অনুসারী বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আরবী শাজারা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দরূদ শরীফের শব্দাবলি দ্বারা একটি আরবী শাজারা শরীফ লিখেছেন, এতে হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কল্যাণময় আলোচনা এভাবে করেন: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ سَرِّیِ السَّقَطِیْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ" অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক তুমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করো এবং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবার ও সাহাবা এবং আমাদের সর্দার শায়খ সাররী সাকাতী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতিও।

(তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতীয়া রযবীয়া, ১০৯ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে বড় ইবাদত গুজার

মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দোকানে একটি পর্দা লাগানো ছিলো, যার পেছনে গিয়ে প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২৪৬)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেয়ে বেশি ইবাদত গুজার কাউকে দেখিনি। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আটনব্বই (৯৮) বছর বয়স পেয়েছেন কিন্তু ওফাত শরীফের সময় ব্যতীত তাঁকে কখনো বিশ্রাম করতে দেখা যায়নি। একবার তাঁর অযিফার একটি অংশ রয়ে গেছে তখন তিনি বললেন: আমার জন্য এর কাযা আদায় করা সম্ভব নয়। (অর্থাৎ তাঁর দ্বীনি ব্যস্ততা এতো ছিলো যে, রয়ে যাওয়া অযিফা পড়ার মতো কোন অবসর সময় ছিলো না)।

(সিয়রে আ'লামুন নুবালা, ১০/১৪৯)

একটি বাক্য জীবন পরিবর্তন করে দিলো

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদিন বাগদাদ শরীফের জামে মসজিদে বয়ান করছিলেন, এমন সময় একজন ধনী যুবক উন্নত পোষাক পরিধান করে তার বন্ধুদের সাথে এলো এবং বয়ান শুনতে লাগলো। বয়ানকালে হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দূর্বলরা কীভাবে পরাক্রমশালীর অবাধ্যতা করে?" একথা শুনে সেই যুবকের চেহারার রং পাল্টে গেলো এবং সে বয়ান শুনে চলে গেলো। পরদিন সে হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: "কাল আপনি বলেছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, "দূর্বলরা কীভাবে পরাক্রমশালীর অবাধ্যতা করে, এর মর্মার্থ কি আমাকে বুঝিয়ে দিন।" তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "মাওলার চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই আর মানুষের চেয়ে বেশি দূর্বল কেউ নেই, তবুও মানুষ তাঁর অবাধ্যতা করে।" একথা শুনে সেই যুবকটি চলে গেলো। পরদিন সে আবার হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন তার শরীরে শুধু দু'টি সাদা

www.dawateislami.net

কাপড় ছিলো। সে আরয করলো: আমাকে দয়ালূ প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছানোর উপায় বলে দিন। তিনি বললেন: "যদি ইবাদত করতে চাও তবে দিনে রোযা রাখো এবং রাতে নফল নামাযে লিপ্ত হয়ে যাও।"

(রাওদ্বুর রায়াহীন, ১৭১ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপদেশ কিরূপ শিক্ষণীয়। যখনই নফস ও শয়তান গুনাহ করার চিন্তা মনে নিয়ে আসে, আহ! তখন যেনো এই কল্পনা মনে চলে আসে যে, যার অবাধ্যতা করছি, সেই আল্লাহ পাক কিরূপ মহা পরাক্রমশালী, যদি তিনি আমাকে গুনাহের কারণে শাস্তি দেন তবে আমার মতো দূর্বল মানুষ কিভাবে সহ্য করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপন পছন্দনীয় কাজ করার তৌফিক দান করে।

গুনাহ বে আদদ অইর জুরম ভী হে লা তাদাদ
মুআফ কর দেয় না সেহ পাওঙ্গা সাযা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কখনো পা প্রসারিত করেননি

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মসজিদে পা প্রসারিত করে বসে ছিলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: বাদশাহের দরবারে কি এভাবে বসে? তখন থেকে যেই পা মুড়েছিলেন তা মৃত্যুর গোসলের খাটেই প্রসারিত করেছেন, কখনো ঘুমানোর সময়ও প্রসারিত করেননি। **(সাবয়ে সানাবিল, ১৩১ পৃষ্ঠা)**

জিন কে রুতবে হে সিওয়া উন কো সিওয়া মুশকিল হে

www.dawateislami.net

জ্ঞানের মর্যাদা ও অবস্থান

হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শাস্ত্রের মহান ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিনে কিরাম থেকে বর্ণনা শুনেন এবং হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি (সতর্কতামূলক) অসংখ্য হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেন, এ কারণেই তাঁর বর্ণিত হাদীস কম।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩১)

ঘর থেকে বের হতাম না

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি যে, যদি জুমা ও জামাত ওয়াজিব না হতো তবে আমি কখনোই আমার ঘর থেকে বের হতাম না আর মৃত্যু পর্যন্ত ঘরেই অবস্থান করতাম। **(বাহরুদ দুমু, ৩৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কোন প্রয়োজন বা শরয়ী বাধ্যবাধকতা না হয় তবে অযথা ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে ঘরে থাকাই উপকারী। হাদীসে পাকে রয়েছে: সাহাবীয়ে রাসূল হযরত উক্ববা বিন আমীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নাজাত কি? ইরশাদ করলেন: (১) নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো (অর্থাৎ জিহ্বা তখনই ব্যবহার করো, যেখানে উপকার হবে, ক্ষতি হবে না) (২) তোমার ঘর তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া (অর্থাৎ অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়োনা) এবং (৩) গুনাহের জন্য কান্নাকাটি করো। **(তিরমিযী, ৪/১৮২, হাদীস ২৪১৪)**

www.dawateislami.net

৬টি নিরর্থক কাজ

মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাওবাকারীদের বলেন: সকল প্রকার মনস্তাত্বিক আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে থেকে নিরর্থক কাজ পরিহার করো। নিরর্থক কাজ দ্বারা হলো এই ৬টি কাজ: (১) অহেতুক কথা বলা (২) অহেতুক দেখা (৩) অহেতুক ঘুরাফেরা করা (৪) অহেতুক খাওয়া (৫) অহেতুক পান করা (৬) অহেতুক পোশাক পরিধান করা।

(কূ-তুল কুলুব, ১/৩৬৭)

আসলেই বর্তমান যুগে একাকীত্বেই কল্যাণ রয়েছে, তবে যদি সেই একাকীত্ব গুনাহ থেকে মুক্ত হয়, কেননা কেউ যদি একাকীত্বে মোবাইল বা ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে গুনাহে ভরা ব্যবহারে লিপ্ত থাকে, তবে এরূপ একাকিত্বও জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারে। অনর্থক বৈঠক গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তদ্রুপ নিজের চোখকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া, অহেতুকতায় অভ্যস্ত করা কুদৃষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। জনসম্মুখে থাকুন বা একাকীত্বে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে মগ্ন থাকুন। যিকির ও দরূদ পড়ুন, কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য লাভ করুন, মাদানী চ্যানেল দেখুন, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করুন। আপনার সময় অসংখ্য নেকীতে অতিবাহিত হবে এবং আমলনামায় সাওয়াবের ভান্ডার জমা হয়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ الله

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه লিখেন: এমন আলিম, মুসলমানদের যার প্রয়োজন এবং তার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়, তারা মানুষের সাথে মেলামেশা বর্জন করে একাকিত্ব অবলম্বন করবে না। অবশিষ্ট লোকেরা যদি পিতামাতা, পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য হুকুকুল

www.dawateislami.net

ইবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি নিজের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজনিয়তা থেকে অবসর হয়ে অবশিষ্ট সময় একাকিত্বে অতিবাহিত করে (আর একাকিত্বে থাকার আদব সম্পর্কেও অবগত থাকে[১]) তবে তাদের জন্য সোনায় সোহাগা। (গীবতের ধ্বংসলীলা, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

দিল মে হো ইয়াদ তেরি গোসা তনহায়ী হো
ফির তু খালওয়াত মে আজব আঞ্জুমান আ'রায়ি হো

(যওকে নাত, ২০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাতে ইবাদত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আশেপাশে বসে ছিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে (বিনীতভাবে) বলতে লাগলেন: হে যুবকেরা! আমি তোমাদের জন্য শিক্ষা, আমল করো, কেননা আসল আমল তো যৌবনকালেই হয়ে থাকে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসতো, তখন মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামায পড়া শুরু করতেন। রাতের প্রথমাংশে তাঁর উপর কান্নাভাব চলে আসতো, তখন তা দূর করতেন, আবারো চলে আসতো, আবারো দূর করতেন, এরপর আবারো চলে আসতো, আবার দূর করতেন, এমনকি যখন তাঁর উপর কান্না প্রভাব বিস্তার করতো, তখন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩১, নাম্বার ১৪৭৬১)

১. লুবাবুল ইহইয়া ১৬৩ থেকে ১৬৫ পৃষ্ঠায় একাকিত্বে থাকার বর্ণনা করুন। এর উত্তরে বিস্তারিত বর্ণনা ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ডে রয়েছে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই যৌবন বড়ই উন্মাদনাময় হয়ে থাকে, এতে নফসের কামনা-বাসনার প্রাধান্যের কারণে ইবাদত ও রিয়াযত করা খুবই কঠিন মনে হয়। নফস ও শয়তান পূর্ণ শক্তিতে যুবকদেরকে নেকীর পথে না চলার, সুন্নাতের উপর আমল না করার এবং গুনাহে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দা ও আউলিয়ায়ে কিরামের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ ওসীলায় আমাদেরকে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে (যৌবন, মধ্যবয়স ও বার্ধক্য) আপন সন্তুষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার তৌফিক দান করো এবং আপন অবাধ্যতা ও খারাপ বন্ধু থেকে রক্ষা করো।

হায়া নেহি হে যমানে কি আঁখ মে বাকি
খোদা করে কেহ জাওয়ানি তেরী রাহে বে দাগ

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাখি কাছে এসে গেলো

হযরত আহমদ বিন খালফ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদিন আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে ঐ পাখিটির ব্যাপারে বিস্ময়কর বিষয় সম্পর্কে অবগত করবো না, যে আমার নিকট আসে আর বারান্দার দেয়ালে বসে যায়। আমি তার জন্য রুটির ছোট টুকরো নিই এবং তা হাতের তালুতে রেখে গুঁড়া করি তারপর সে এসে আমার আঙ্গুলের প্রান্তে বসে আর খেতে থাকে। একদিন সে বারান্দায় এলো, তখন আমি তার জন্য রুটির টুকরো নিয়ে হাতের তালুতে গুড়া করলাম কিন্তু সে যেভাবে আমার হাতে খাওয়ার জন্য আসে,

www.dawateislami.net

সেরকম আসলো না। আমি সেই রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলাম যে, সে আমার কাছে কেন আসছে না, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি উন্নত মানের লবণ খেয়েছিলাম। অতএব আমি মনে মনে বললাম: আমি উন্নত মানের লবণ খাওয়া থেকে তাওবা করলাম। তখন দেখলাম যে, সেই পাখিটি আমার হাতে এসে বসলো, খাবার খেলো এবং উড়ে চলে গেলো। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৭, নাম্বার ১৪৭৪১)**

আল্লাহ ওয়ালাদের কি অপূর্ব মহিমা। আহ! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আমরাও যেনো নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে নেক কাজ করার অভ্যাস গড়ে নিই। আউলিয়ায়ে কিরামরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ তো প্রতিটি বিষয়ে নফসের বিরোধীতা করতেন। যেমনটি

ঠান্ডা পানি

হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার রোযা রেখেছিলেন, তাকে (অর্থাৎ দেয়ালে তৈরি একটি ড্রয়ার) জায়গায় পানি ঠান্ডা করার জন্য পানির পাত্র রেখে দিলেন, আসরের নামাযের পর মুরাকাবায় (ধ্যানে মগ্ন) ছিলেন হঠাৎ জান্নাতের হুরেরা সামনে দিয়ে যাওয়া শুরু করলো। যেই সামনে আসতো তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন: তুমি কার জন্য? সে আল্লাহর একজন বান্দার নাম নিতো। আরেকজন এলো, তাকেও এটাই জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: "ঐ ব্যক্তির জন্য, যে রোযায় পানি ঠান্ডা করার জন্য রাখে না।" তিনি বললেন: "তুমি যদি সত্য বলে থাকো তবে এই পাত্রটি ফেলে দাও।" সে ফেলে দিলো। এই শব্দ শুনে চোখ খুলে গেলো। তাকিয়ে দেখলেন যে, তাঁর পানি পান করার পাত্র ভেঙ্গে গেছে।

(রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩০ পৃষ্ঠা। মালফুযাতে আ'লা হযরত, ১৫৮ পৃষ্ঠা। রাওদ্বুর রায়াহিন, ৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

৩০ বছর যাবত নফসের বিরোধিতা

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ৩০ বছর যাবত আমার নফস এ বিষয়ে ঝগড়া করে আসছে যে, আমি যেনো খেজুরের রসে একটি গাজর ডুবিয়ে খাই, কিন্তু আমি এখনও তার কথা মানিনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১১৯, নাম্বার ১৪৬৯৩)

হে আশিকানে আউলিয়া! জানা গেলো, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা আখিরাতের স্থায়ী আরাম আয়েশ ও অফুরন্ত নেয়ামত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রন করে দুনিয়ার ভোগ বিলাসকে ছুড়ে ফেলে দিতেন।

সারওয়ারে দ্বীঁ লিজিয়ে আপনে না'তাওয়ানোঁ কি খবর
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র খাবার খাওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি

হযরত হাসান বাযযায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হালাল ও পবিত্র খাবার খাওয়া, নিজের খাবার যাচাই বাচাই করা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে এতটাই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর এই প্রসিদ্ধি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো, তাইতো তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন: "ঐ শায়খ, যিনি পবিত্র খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩০, নাম্বার ১৪৭৬০)**

www.dawateislami.net

তাকওয়ার অনন্য উদাহরণ

আমার মুর্শিদ, হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি চাইলাম যে, এমন খাবার খাবো, যাতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জবাবদিহিতা চাওয়া হবে না আর না এতে সৃষ্ট জীবের আমার উপর কোন অনুগ্রহ থাকবে, তখন আমি এমন খাবার পর্যন্ত পৌঁছার কোন পথ খুঁজে পাইনি। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২০, নাম্বার ১৪৬৯৪)**

একদিন আমরা মক্কা থেকে এক জায়গায় যাওয়ার জন্য রওনা হলাম, যখন আমরা জঙ্গলে অবস্থান করলাম, তখন প্রবাহমান পানিতে একগুচ্ছ সবজি দেখলাম। অতএব আমি হাত বাড়িয়ে তা নিয়ে নিলাম এবং বললাম: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমার মতে এটা হালাল ছিলো এবং এতে কোন সৃষ্টি জীবের কোন অনুগ্রহ ছিলো না। যখন আমি তা নিয়ে নিলাম, তখন কোন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে বললো: হে আবুল হাসান! আমি তার দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম তার কাছেও এমনই একগুচ্ছ সবজি ছিলো, সে আমাকে বললো: এটা দাও আর এটা নাও। আমি বললাম: সবজির গুচ্ছ যা আমি পূর্বে নিয়েছি তাতে কারো কোন অনুগ্রহ নেই আর তুমি যা দিচ্ছো তা বদলা, হয়তো তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাচ্ছো আর আমি তো সেই জিনিস চাই যাতে না কোন সৃষ্ট জীবের অনুগ্রহ থাকবে আর না আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহিতা চাওয়া হবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া ১০/১২০, নাম্বার ১৪৬৯৪)

কিসি কা এহসান কিউঁ উঠায়েঁ
তুমহিঁ সে মাঙ্গেঙ্গে তুম হি দোগে

কিসি কো হালাত কিউঁ বাতায়েঁ
তুমহারে দর সে হি লো লাগি হে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ব্যবসায়ী হোক এমনই

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক কুররা (অর্থাৎ খাদ্য শষ্যের একটি পরিমাণ) বাদাম ৬০ দিনার দ্বারা ক্রয় করলেন এবং তাঁর দৈনিক হিসাবের খাতায় এর লাভ তিন দিনার লিখে রাখলেন, যেনো তিনি প্রতি দশ দিনারে অর্ধেক দিনার মুনাফা নেয়াই উত্তম মনে করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে প্রতি "কুররা" বাদামের দাম ৯০ দিনার হয়ে গেলো। একদিন কমিশন এজেন্ট (Commission Agent) আসলো এবং বাদাম চাইলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: নাও! সে জিজ্ঞাসা করলো: কতো? তিনি বললেন: ৬৩ দিনার। সেও নেককার লোক ছিলো তাই সে আরয করলো: বর্তমানে এই বাদামের মূল্য ৯০ দিনার হয়ে গেছে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি একটি ওয়াদা করেছি, যা আমি ভাঙতে পারবো না, তাই আমি তা ৬৩ দিনারেই বিক্রি করবো। কমিশন এজেন্ট উত্তর দিলো: আমিও আমার এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে ওয়াদা করে রেখেছি যে, কোনো মুসলমানকে ধোঁকা দিবো না। তাই আমি আপনার থেকে এই বাদাম ৯০ দিনারেই কিনবো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও অনঢ় রইলেন এবং বললেন: আমি ৬৩ দিনারের বেশি বিক্রি করবো না। সুতরাং সেই এজেন্টের এই বিষয়টি পছন্দ হলো না যে, আমি কম দামে কিনবো এবং তিনিও তিন দিনারের বেশি লাভ নিতে রাজি হলেন না, অবশেষে তাদের মাঝে কেনাবেচা হলো না এবং সে সেখান থেকে চলে গেলো।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আলানুল খাইয়াত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যাঁদের মাঝে এরূপ মহান অভ্যাস পাওয়া যায়, তাঁরা যখন আপন প্রতিপালকের দরবারে দোয়ার জন্য হাত তুলে, তখন তাদের দোয়া কেনো

www.dawateislami.net

কবুল হবে না? আল্লাহ পাক এমন নেক বান্দাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন। যে আল্লাহ পাকের হয়ে যায়, আল্লাহ পাক তাঁর সকল বিষয় সমাধান করে দেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/১০২। উয়ুনুল হিকায়াত, ১৬৪ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুসলমানের সহানুভূতির প্রেরণার প্রতি লাখো সালাম, সেই যুগ কতই না সুন্দর এবং তখনকার মানুষ কতইনা ঈমানদার ছিলো, অথচ বর্তমানে স্বার্থপরতার যুগ। আফসোস শত কোটি আফসোস! বর্তমানে আমাদের মুসলিম ভাইদের প্রতি সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনার প্রেরণা যেনো বিলীন হয়ে গেছে। জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য যেমন- ঘি, তেল, আটা, চিনি, চাল ও ডাল ইত্যাদির যদি মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যায় তবে দোকানদারদের তো যেনো ঈদের দিনে হয়ে যায়, পূর্বের মূল্যে বিক্রির প্রশ্নই উঠে না বরং বর্তমান বর্ধিত মূল্য থেকে দশ টাকা কম নেয়াও পছন্দ করে না। কিছু লোকের নির্দয়তা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, যদি দাম বৃদ্ধির তথ্য পায় যে, অমুক দিন বা অমুক তারিখ থেকে দাম বাড়বে, তখন সেই পন্য বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় আর দাম বৃদ্ধির পর বেশি মুনাফায় বিক্রি করবে। আহ! একে তো সেই নেককার ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী ছিলো আর অপরদিকে বর্তমানে আমাদের অবস্থা।

এ্যয় খাসায়ে খাসানে রুসূল ওয়াক্তে দোয়া হে
উম্মত পে তেরী আ'কে আজাব ওয়াক্ত পড়া হে

www.dawateislami.net

আহ! আল্লাহ পাক আমার মুর্শিদ হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওসীলায় আমাদেরকে আমাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি সহানুভূতি ও কল্যাণকামীতার প্রেরণা দান করো। তাঁর মাঝে সহানুভূতির কেমন প্রেরণা ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি চাই যে, সমস্ত সৃষ্টির দুঃখ ও বেদনা আমার হৃদয়ে চলে আসুক, যাতে তারা দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি লাভ করে। **(শরীফুত তাওয়ারীখ, ১/৫০১)**

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু

একজন বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন যে, আমি অসংখ্য মাশায়িখ দেখেছি, কিন্তু হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সমান সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল কাউকে পাইনি। **(শরীফুত তাওয়ারীখ, ১/৫১৩)** হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুসলমানের প্রতি কল্যাণ কামনার প্রেরণা সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা পড়ুন এবং নিজের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন।

দোকানের সমস্ত মালামাল খয়রাত করে দিলেন

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি ৩০ বছর যাবত একবার اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আরয করা হলো: তা কিভাবে? তিনি বলেন: একবার বাগদাদ শরীফের বাজারে আগুন লেগেছিলো, যার ফলে সমস্ত দোকান পুড়ে গিয়েছিলো। হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দোকানও সেই দোকানগুলো মধ্যে ছিলো, কেউ এসে আমাকে জানালো যে, তাঁর দোকান পুড়েনি, তখন আমি বললাম: "اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه"। অতএব আমি ৩০ বছর যাবত এ বিষয়ের প্রতি অনুতপ্ত যে,

www.dawateislami.net

আমি আমার সুবিধার জন্য মুসলমানের ক্ষতিকে ভালো মনে করেছি। (সাথে সাথে তাঁর অনুভব হলো যে, তিনি অন্য লোকের মালামাল পুড়ে যাওয়ার জন্য দুঃখবোধ করেননি এবং তাঁর দোকান পুড়ে যায়নি বলে খুশি হয়েছেন, এই খুশি কেমন, এর কাফফারা স্বরূপ) তিনি তাঁর দোকানের সমস্ত মালপত্র গরিবদের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ২৯ পৃষ্ঠা)

বুযুর্গদের উপস্থিতি বরকতের উপলক্ষ্য হয়ে থাকে

হযরত হাসান বাযযায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এবং হযরত বিশর হাফি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের এখানে (বাগদাদে) ছিলেন, তখন আমরা এটাই আশা করতাম যে, আল্লাহ পাক এই বুযুর্গদের মাধ্যমেই আমাদের রক্ষা করেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ের ইন্তিকাল হয়ে গেলো এবং হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বিদ্যমান ছিলেন, তখন আমি আশা করি যে, আল্লাহ পাক হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাধ্যমে আমাদের রক্ষা করেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১৩০, নাম্বার ১৪৭৫৯)

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুর্শিদী সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আরয করছেন:

ইয়া সাররী আমান আয সাক্বত দর দোসরা ইমদাদ কুন

অর্থাৎ হে আমার মুর্শিদ! হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপনি আমাকে অন্য কারো দরজায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে নিন, আমাকে সাহায্য করুন। (হাদায়িকে বখশীশ, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ৯টি ঘটনা

(১) হে আল্লাহ পাক তাকে সমবেদনা জ্ঞাপনের পদ্ধতি শিখাও

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি তারসুসে অসুস্থ হয়ে গেলাম। এমন কিছু লোক যাদের আসা আমার অপছন্দ ছিলো, আমাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এলো এবং এতক্ষণ বসলো যে, আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম। যখন তারা ফিরে যাচ্চিলো তখন আমাকে দোয়া করতে বললো, তো আমি হাত তুলে দোয়া করলাম: اَللّٰهُمَّ عَلِّمۡنَا كَيۡفَ نَعُوۡدُ الۡمَرۡضٰى অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে সমবেদনা জ্ঞাপন করার পদ্ধতি শিখাও যে, রোগীর প্রতি সমবেদনা কিভাবে করতে হয়। (নাফহাতুল উনস, ৫৪ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর সমবেদনার ঘটনা পড়তে এবং সমবেদনার সঠিক পদ্ধতি জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে "ইয়অদাত কে ওয়াকেয়াত" পুস্তিকাটি পড়ুন বরং সম্ভব হলে হাসপাতাল ও ক্লিনিক ইত্যাদিতে নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বিতরণ করুন।

(২) পৃথিবী আল্লাহর অলীদের খাদেম

একবার হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বোন একবার তাঁর নিকট এলো তখন দেখলো যে, একজন বৃদ্ধা তাঁর ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে এবং সে

www.dawateislami.net

প্রতিদিন তাঁর জন্য দু'টি রুটি নিয়ে আসে। তাঁর বোন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ঘটনাটি বললো, তখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন, তো তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক দুনিয়াকে আমার বাধ্য করে দিয়েছেন যাতে সে আমার জন্য ব্যয়ও করে এবং আমার খেদমতও করে। (জামে কারামতে আউলিয়া, ২/৮৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওনহেঁ কেয়া খওফ হো উখবা কা অউর কেয়া ফিকির দুনিয়া কি
জামায়ী বেটে হে জো দিল পে নকশা তেরি সুরত কা

(ক্বাবায়িলে বখশীশ, ৪০ পৃষ্ঠা)

(৩) আল্লাহ পাকের নিকট সফল

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার নিকট চার দিরহাম ছিল। আমি মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: এই চারটি দিরহাম আমি আপনার খেদমতে প্রদান করার জন্য নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন: বৎস! সুখে থাকো। তুমি সফল হও। আমার চার দিরহামের প্রয়োজন রয়েছে। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলাম: হে আল্লাহ পাক! চার দিরহাম এমন ব্যক্তির হাতে পাঠাও, যে তোমার নিকট সফল। (জামে কারামতে আউলিয়া, ২/৮৯)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

(৪) আত্ম পর্যবেক্ষণের অনন্য ধরন

হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (বিনীতভাবে) বলেন: আমার মাঝে ৩০ বছর যাবত একটি রোগ লুকিয়ে ছিলো। আমরা কিছু লোক সকাল সকাল জুমায় যেতাম, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষ জায়গা ছিলো, যা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি ছিলো, আমরা সেখান থেকে কোথাও যেতাম না। জুমার দিন আমাদের প্রতিবেশি একজন লোক ইন্তিকাল করলো, আমি তার জানায়ায় অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। অতএব আমি তার জানায়ায় অংশগ্রহণ করলাম, এর ফলে আমার জুমার জন্য আমার সময়ে যেতে বিলম্ব হয়ে গেলো। যাই হোক জুমার জন্য গেলাম এবং যখন মসজিদের কাছে পৌঁছলাম, তখন আমার নফস আমাকে বললো: এখন তো লোকেরা তোমাকে দেখবে যে, তুমি আজ দেরি করে এসেছো। আমার খুবই খারাপ লাগলো, তখন আমি নিজেকে বললাম: তুমি ৩০ বছর যাবত লৌকিকতা করেছো আর তুমি টেরও পাওনি, অতএব আমি আমার বিশেষ স্থান ছেড়ে দিলাম[১] এবং বিভিন্ন জায়গায় নামায পড়তে লাগলাম যাতে আমার কোন স্থান প্রসিদ্ধ হয়ে না যায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৯, নাম্বার ১৪৭৫৩)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. মসজিদে কোন স্থান নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া যে, সেখানেই নামায পড়বে এটা মাকরূহ। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১০৮)**

www.dawateislami.net

(৫) দোয়ার বরকতে ৪০ হজ্জ

হযরত আলী বিন আব্দুল হামীদ গাদ্বাইরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একবার আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাড়িতে এসে কড়াঘাত করলাম, তিনি দরজার কাছে এলে আমি শুনলাম যে, তিনি দোয়া করছেন: হে আল্লাহ পাক! যে আমাকে তোমার স্মরণ থেকে উদাসিন করেছে, তুমি তাকে তোমার স্মরণে বিভোর করে দাও। তিনি বলেন: এই দোয়ার একটি বরকত এটাই প্রকাশ হলো যে, আমি হালব শহর (সিরিয়া) থেকে পায়ে হেঁটে ৪০বার হজ্জ করেছি। **(আল আনসাব লিস সামআ'নী, ৯/১৫৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৬) ইবাদতের তৌফিক অর্জিত হয়ে গেলো

হযরত আবু ইসহাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত আলী বিন আব্দুল হামীদ গাদ্বাইরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন আমি তাঁকে অধিক ইবাদত পরায়ন ও অধিক মুজাহেদাকারী হিসাবে পেলাম। তিনি দিনরাত নামায আদায় করতে থাকতেন, অতএব আমি তাঁর নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু আমি তার সাথে দেখা করতে পারলাম না, তখন আমি তাঁকে বললাম: আমি আমার পিতামাতা, স্ত্রী সন্তান এবং আমার শহর ছেড়ে আপনার নিকট এসেছি, অতএব আপনি কিছুক্ষণের জন্য নামায শেষ করে আমাকে আল্লাহ পাক প্রদত্ত জ্ঞান শেখান। তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দোয়া লাভ করেছি, আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং

www.dawateislami.net

দরজায় কড়াঘাত করলাম, তখন দরজা খোলার পূর্বে আমি তাঁকে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি আমাকে তোমার দরবারে দোয়া করা থেকে উদাসিন করার জন্য আমার নিকট এসেছে, তুমি থাকে তোমার ভালোবাসায় বিভোর করে আমার প্রতি উদাসিন করে দাও। অতঃপর যখন আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে আবারো ফিরে গেলাম, তখন নামায ও আল্লাহ পাকের স্মরণে মগ্ন থাকা আমার প্রিয় কাজ হয়ে গেলো, তো আমি সেই নেককার বুযুর্গের দোয়ার বরকতে এই কাজগুলো ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য অবসর হই না।

হযরত আবু ইসহাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি তাঁর কথায় চিন্তাভাবনা করলাম, তখন আমি তাঁর কথাগুলো ব্যথিত অন্তর ও বিনয়ী অস্তিরতা থেকে বের হতে দেখলাম এবং তিনি অবিরাম অশ্রু বর্ষন করছিলেন।

(বাহরূদ দুমু, ১১৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৭) প্রকৃত বান্দা এবং সত্যিকার প্রিয়তম

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে ঘুমাচ্ছিলাম, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে জাগালেন এবং বলতে লাগলেন: হে জুনাইদ! আমি দেখলাম যে, যেনো আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাকে ইরশাদ করা হলো: "হে সাররী! আমি যখন জীব সৃষ্টি করেছি তখন সবাই আমাকে ভালবাসার দাবি করেছিলো। অতঃপর যখন আমি দুনিয়া সৃষ্টি করলাম,

www.dawateislami.net

তখন নব্বই শতাংশ পালিয়ে গেলো (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে গেলো) এবং দশ শতাংশ অবশিষ্ট রইলো। অতঃপর আমি জান্নাত সৃষ্টি করলাম, তখন অবশিষ্টদের নব্বই শতাংশও পালিয়ে গেলো (অর্থাৎ তারা জান্নাত পেতে মগ্ন হয়ে গেলো) এবং মাত্র দশ শতাংশ অবশিষ্ট রইলো, এরপর যখন আমি তাদের সামান্য পরীক্ষা করলাম, তখন অবশিষ্ট সংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ অবশিষ্ট রইলো এবং বাকিরা পালিয়ে গেলো (অর্থাৎ (আমার) সন্তুষ্টিতে খুশি রইলো না)। আমি অবশিষ্টদের জিজ্ঞাসা করলাম: "তোমরা না দুনিয়া চেয়েছো, না জান্নাত চেয়েছো, না পরীক্ষা দেখেও পালিয়েছো। তো! তোমরা চাও কি? এবং তোমাদের উদ্দেশ্য কি? তখন তারা বললো: "আমাদের উদ্দেশ্য শুধু তুমিই তুমি, তুমি যদি আমাদের পরীক্ষা নাও তবুও আমরা তোমার ভালবাসা ছাড়বো না।" আমি তাদেরকে বললাম: "আমি তোমাদের এমন কষ্ট ও পরীক্ষায় ফেলবো যে, পাহাড়েরও তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই, তবে কি তোমরা এতে ধৈর্যধারণ করে নিবে?" তাঁরা আরয করলো: "কেন নয়, হে মাওলা, তুমি যদি পরীক্ষায় নিক্ষেপকারী হও তবে তোমার ইচ্ছামত আমাদের পরীক্ষা নাও।" (অতঃপর ইরশাদ করলেন:) হে সাররী! এরাই হলো আমার প্রকৃত বান্দা ও সত্যিকারে প্রিয়তম। **(আর রাওদ্বুর ফায়িক, ২৫৬ পৃষ্ঠা। শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৭৪, হাদীস ৪৩৬)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খুশিওঁ মে মুসারাত মে আসাইশ ও রাহাত মে
আসরারে মুহাব্বাত কা ইজহার নেহি হোতা

www.dawateislami.net

ওহ ইশকে হাকীকি কি লযযাত নেহি পা সাকতা
জু রঞ্জ ও মুসিবত সে দু চার নেহি হোতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

(৮) মুর্শিদীর সাবধানতার প্রতি লাখো সালাম

হযরত আলী বিন হুসাইন বিন হারব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কাঁশি ছিলো, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ওষুধ দিয়ে আমাকে তাঁর নিকট পাঠালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এর দাম কতো? আমি বললাম: বাবা আমাকে কিছু বলেননি। বললেন: তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে যে, ৫০ বছর যাবত আমি মানুষদের শিখাচ্ছি যে, তারা যেনো নিজের ধর্মের বিনিময়ে কিছু না খায়, তবে আজ কি আমি আমার ধর্মের বিনিময়ে খেয়ে নিবো? (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২০, নাম্বার ১৪৭০০) হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটা নিকৃষ্টতা যে, মানুষ তার দ্বীন বিক্রি করে খাবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২০, নাম্বার ১৪৬৯৯)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৯) অভিযোগ কিভাবে করবো?

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অসুস্থ হলেন এবং আমি তাঁর শশ্রুষায় উপস্থিত হলাম তখন আমি আরয করলাম: আপনার কেমন লাগছে? তিনি বললেন: আমি আমার কষ্টের অভিযোগ আমার ডাক্তারকে কিভাবে করবো, কেননা আমার যে কষ্ট হচ্ছে তা আমার ডাক্তারের পক্ষ থেকেই এসেছে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই এই পরীক্ষা এসেছে), অতঃপর আমি পাখা নিলাম

www.dawateislami.net

যাতে তাঁকে বাতাস করতে পারি, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: যার পেট ভেতর থেকে জ্বলছে, সে পাখার বাতাসে আরাম কিভাবে পেতে পারে? এরপর তিনি কিছু আরবীতে পংক্তি পাঠ করলেন, যার মধ্যে এটিও ছিলো: হে আল্লাহ পাক। যদি কোন কিছুতে আমার জন্য প্রশান্তি থাকে, তবে যতক্ষণ আমার জীবনের সামান্যতমও অবশিষ্ট থাকে আমাকে তা দ্বারা অনুগ্রহ করতে থাকো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০২৯১, নাম্বার ১৫২৭০) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুরীদ ও উত্তরসূরিকে উপদেশ

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাকে দোয়া করলেন: আল্লাহ পাক তোমাকে হাদীসবীদ বানিয়ে অতঃপর সূফী বানাক এবং হাদীসবীদ হওয়ার পূর্বে তোমাকে সূফী না বানাক।

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর এই দোয়ার ব্যাখ্যায় বলেন: যে ব্যক্তি প্রথমে হাদীস ও জ্ঞান অর্জন করে সুফিবাদে প্রবেশ করে, সে সফলকাম হয় আর যে ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পূর্বে সুফি হতে চায়, সে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করলো। وَالۡعِيَاذُ بِاللهِ (শরীয়ত ও তরীক্বত, ২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চরম বিনয় ও নম্রতা

হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয় করে বলতেন: আমি প্রতিদিন আমার নাক দিকে কয়েকবার তাকাই যে, গুনাহের কারণে আমার চেহারা কালো হয়ে যায়নি তো। হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত সাররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: আমি নিজেকে কখনোই অন্যের উপর প্রাধান্য দিই না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১১৯, নাম্বার ১৪৬৯১)

তিনি বলেন: আমার ইচ্ছা হলো যে, আমি বাগদাদ ছাড়া যেনো অন্য কোথাও ইন্তিকাল করি, কেননা আমার ভয় হয় যে, যদি আমার কবর আমাকে গ্রহণ না করে তবে আমি মানুষের সামনে অপমানিত হয়ে যাবো।

(রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ২৯ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُ اَكْبَر আল্লাহ ওয়ালাদের বিনয় মারহাবা শত মারহাবা! বুযুর্গরা বিনয় অবলম্বন করেছেন এবং হাদীসে পাক অনুযায়ী উচ্চমর্যাদা লাভ করেছেন। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় হয়, আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬, হাদীস ৮১৪০। মুসলিম, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৯২)**

বুযুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দের বিনয়ের প্রভাব যে, আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও তাঁদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার আলোচনা হচ্ছে, তাঁদের শান বর্ণনা হচ্ছে এবং তাঁদের জন্য ইসালে সাওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে বৃক্ষ ফলদার হয় তা ঝুঁকে থাকে, পক্ষান্তরে অহংকারী, বড়াইকারীর দৃষ্টান্ত হলো কাঁটাযুক্ত গাছের মতো, যা ঝুঁকে যায়না এবং তা

www.dawateislami.net

থেকে উপকৃত হওয়া যায়না, অতএব ঝুঁকে যান, সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং ফলবান হয়ে যাবেন।

ফখর ও গুরুর সে তু মাওলা মুঝে বাচানা
ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় তু পে'কর আজিযি কা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

তাওবার উপর অটলতা পাওয়ার উপায়

মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তাওবাকারীদের সর্বপ্রথম গুনাহগারদের (অর্থাৎ মন্দ সাহচার্য) থেকে দূরে থাকা উচিৎ এবং গুনাহের কাজে বাধ্য করে দেয়া সকল কাজ ছেড়ে দিন, তাছাড়া নফসের কু-প্রবৃত্তির উপর আমল করার পরিবর্তে আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ জীবনির উপর আমল করাকে প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় মনে করে নিন।

(কু-তুল কুলুব, ১/৩৬৭)

সত্যিকারের তাওবার পরিচয়

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তাওবাতুন নাসুহা (অর্থাৎ সত্যিকারের তাওবা) নিজেকে এবং নিজের মুসলিম ভাইদের উপদেশ দেয়া ব্যতীত সঠিক হয় না, কেননা যার তাওবা সঠিক হয় সে পছন্দ করে যে, অন্য লোকেরাও তার মতো (অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী) হোক।

(তাফসীরে সা'লাবী, পারা ২৮, সূরা তাহরীম, ৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৩৫০)

পাখিদের হাতে বন্দী

হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি কোনো ব্যক্তি বাগানে যায়, যেখানে সব ধরনের বৃক্ষ রয়েছে, তাতে সব ধরনের পাখি রয়েছে

www.dawateislami.net

এবং প্রত্যেক পাখি আলাদা ভাষায় সেই লোকের সাথে কথা বলে এবং বলে: "اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا وَلِيَّ الله অর্থাৎ হে আল্লাহর অলী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এটা শুনে যদি তার নফস স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তবে সে এই পাখিদের হাতে বন্দী হয়ে গেলো। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৭০)

শেষ সময়

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি সুন্নাত অনুযায়ী প্রতি তিনদিন পর হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সমবেদনা জ্ঞাপন করতাম। একদিন আমি তাঁর নিকট এলাম তখন তাঁর শেষ সময় ছিলো। আমি তার শিয়রে বসে কাঁদতে লাগলাম, আমার চোখের পানি তাঁর মুখের উপর পড়লে তিনি চোখ খুললেন এবং আমার দিকে তাকালেন। আমি আরয করলাম: আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন: খারাপ লোকের সাহচর্যে বসো না এবং নেককার লোকের সাহচর্যের কারণেও আল্লাহ পাকের প্রতি উদাসীন হয়ো না, অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আল্লাহ পাকের যিকির করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/১২৯, নাম্বার ১৪৭৫০)

৬ রমজানুল মুবারক ২৫৩ হিজরীতে ফজরের আযানের পর তিনি ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর মাজার শরীফ বাগদাদ শরীফের শোয়াইনিজিয়া কবরস্থানে অবস্থিত। (তারিখে বাগদাদ, ৯/১৯০)

পাদটীকায় নাম লেখা ছিলো

মুর্শিদী হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জানাযায় অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তি তাঁকে রাতে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন:

www.dawateislami.net

"؟ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" বললেন: "আল্লাহ পাক আমাকে এবং যারা আমার জানাযায় অংশগ্রহনকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।" এই ব্যক্তি আরয করলো: "হুযুর! আমিও আপনার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম।" তখন তিনি একটি কাগজ বের করে তাতে দেখলেন, কিন্তু তাতে তার নাম ছিলো না। সে আরয করলো: হুযুর অবশ্যই আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন তিনি আবার দেখলেন, তখন দেখলেন তার নাম পাদটিকায় লেখা ছিলো।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/১৯৮, নাম্বার ২৪০৬)

দীদারে ইলাহী

হযরত ইয়াকুব বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি স্বপ্নে হযরত সাররী সাকাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: তিনি আমাকে তাঁর দীদারের অনুমতি প্রদান করেছেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২০১, নাম্বার ১৩৬৯৪)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اللّٰہ

আমিরে আহলে সুন্নাত এর অন্তর খুশি করুন

পূর্বের ন্যায় জিম্মাদারগণকে
সম্পূর্ণ রমজানুল মোবারক মাসে
ইতেকাফের জন্য রাজি করান
আর আমাকে সুসংবাদ শোনান

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net